গাংনীতে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে স্কুল ভবন নির্মাণের অভিযোগ

নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগে মেহেরপুরের গাংনীর কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান কাজ বন্ধ করে দিয়েছে এলাকাবাসি।

বৃহস্পতিবার দুপুর ৩ টার পর থেকে নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয় তারা। এ ঘটনায় নিরব থাকায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছে তারা। এদিকে শুক্রবার সকালে আবারো নির্মাান কাজ শুরু করার চেষ্টা করলে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে এলাকাবাসি।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন,২ কোটি ৮৮ লাখ টাকা ব্যায়ে কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যাদেশ পায় কুষ্টিয়ার আনোয়ার আলী নামের এক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক কুষ্টিয়া পৌর মেয়র আনোয়ার হোসেনের ছেলে তনু। নিম্নমানের বালি দিয়ে ঢালাই করা হয়েছে এমন সংবাদ পাওয়ার পর নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার কারনে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি এ বিষয়টি এড়িয়ে যান।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবা খাতুন দিপালি জানান,নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার করার কারনে শিক্ষকদের উপস্থিতিতে এলাকাবাসি নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসকে জানানো হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন পরে জানানো হবে। কাজ দেখভাল করার জন্য কয়েকজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মো: মজিরুল ইসলাম বলেন,নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার করে কঠিন ভুল করেছে। বিষয়টি নিয়ে ম্যানিজিং কমিটি শিক্ষক ও স্থানীয়দের সাথে বসে আলোচনা করার পর পরবর্তী করনীয় ঠিক করা হবে।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য মো: খবির উদ্দীন জানান,ঢালাইকাজ করার সময় কয়েক শিক্ষক সহ স্থানীয় লোকজন উপস্থিত ছিলেন। কিছু সময়ের জন্য শিক্ষকরা সরে গেলে নিম্ন মানের বালি ও খোয়া ব্যবহার শুরু করে। এ ঘটনায় বিক্ষুদ্ধ হয়ে এলাকবাসি কাজ বন্ধ করে দেয়। এসময় দায়িত্ব প্রাপ্ত উপ সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল আলিম উপস্থিত ছিলেন না।

স্থানীয়দের দাবি, নির্মান কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ঠিকাদারের কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ঢালাই চলাকালিন সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। একারনে নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিবাদ করলেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন চাঁদা দাবি করা হয়েছে বলে পুলিশ দিয়ে হয়রানি করবে এই ভয়ে সকলেই মুখ বুঝে অনিয়ম সহ্য করে। ঠিকাদাররা যখন অনিয়ম করে সেই অনিয়নের প্রতিবাদ করলেই চাঁদা দাবির মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। এটা ঠিকাদারদের স্বভাবে পরিনত হয়েছে।

কাজ তদারকির দায়িত্বে থাকা উপ-সহকারী প্রকৌশলী আব্দুল আলিমের মোবাইল বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী আব্দুল গনী জানান, বাইরে থেকে খারাপ খোয়া এনেছে। এছাড়া মোটা বালি রেখে নিম্নমানের বালি দিয়ে ঢালাই করেছে। এজন্য গ্রামের লোকজন ও শিক্ষকরা কাজ বন্ধ করে দেয়।

ঠিকাদার তনু করোনা আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন থাকায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। তবে নির্মান কাজ দেখভালের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজার স্বরন জানান,শ্রমিকরা ভুল করে কিছু বালি ঢালাইয়ে ব্যবহার করেছে এটা ঠিক কিন্তু নির্মান কাজ শতভাগ ভালো হচ্ছে। নিম্নমানের বালি শ্রমিক না ঠিকাদার এনেছে জানতে চাইলে তিনি বলেন ঠিকাদার এনেছে।

নিম্নমানের বালি কেন এনেছে জানতে চাইলে বলে এগুলো দিয়ে পলেস্তারা করা হবে। মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্বে থাকা নির্বাহী প্রকৌশলী মো: জাহেদুল করীমের সরকারী ও তার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. রাহেদ

হোসেন বলেন,নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ঢালাই কাজ করে অন্যায় করেছে খোঁজ খবর নিয়ে ঠিকাদার ও দায়িত্ব প্রাপ্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রধান প্রকৌশলী বুলবুল আখতার মোবাইল ফোন রিসিভি না করায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসন ড.মোহাম্মদ মুনছুর আলম খান বলেন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের দেখভাল করার কথা তারা যদি অবহেলা করে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোন ভাবেই নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা যাবেনা। সরকারী বিধি মোতাবেক কাজ করতে হবে। কোন অজুহাত চলবেনা।

যোগাযোগ উন্নয়নে ও বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারে চুক্তি স্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ-ভারত

বাংলাদেশ ও ভারতের যোগাযোগ উন্নয়নে ও বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদারে অচিরেই দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করবে বাংলাদেশ ও ভারত।

বৃহস্পতিবার ভারত বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সেমিনারে এমন কথা বলেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের ফলে ভারত ও বাংলাদেশে বিনিয়োগের বড় সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা এবং যৌথ উদ্যোগের সুযোগগুলো অনুসন্ধানের জন্য ব্যবসায়ী নেতাদের প্রতিও আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী।

হাইকমিশনার আশা প্রকাশ করেন, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দুর্দান্ত পর্যায় এবং রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথে উভয় দেশ

কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক যোগাযোগ পদক্ষেপের ফলে বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস করতে সহায়তা করবে। স্থিতিশীল অর্থনীতি এবং শক্তিশালী ব্যবসায়ী পরিবেশ নিয়ে তিনি বলেন, দুই দেশই বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি নতুন সুযোগগুলোও ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি এমপি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ ভারতের মধ্যকার ট্রেন যোগাযোগ দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। আর রেল যোগাযোগ দেশ দুটির মধ্যে যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে তার সুবিধা নিতে পারেন ব্যবসায়ীরা। কেননা রেলপথের মাধ্যমে কম খরচে এবং দ্রুত সময়ে পণ্য পরিবহন করা যায়।

ভারত -বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমেদ পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার মাধ্যমে উভয় দেশ যেসব নতুন সুযোগ পেয়েছে তা কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এছাড়াও, শক্তিশালী বাণিজ্য নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে আরও বিনিয়োগ, সংহতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে শুক্রবার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯। তবে এতে সুনামির কোন সতর্কতা জারি করা হয়নি এবং তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত বা ক্ষয় ক্ষতির কোন খবর পাওয়া যায়নি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা একথা জানিয়েছে।

ওই সংস্থা জানায়, সমুদ্র তলদেশের এ ভূমিকম্প সুলাওয়েজি দ্বীপের কাতাবুর প্রায় ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভূপৃষ্ঠের ৬শ’ কিলোমিটারেরও বেশি গভীরে আঘাত হানে।

খবরে বলা হয়, বন্দা সমুদ্রে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে কয়েকশ’ কিলোমিটার দূর থেকেও এটি অনুভূত হয়। ভূপৃষ্ঠের গভীরে আঘাত হানা যেকোন ভূমিকম্পের চেয়ে ভূপৃষ্ঠের স্বল্প গভীরে আঘাত হানা ভূমিকম্পের ক্ষতির প্রবণতা অনেক বেশি থাকে। ইউএসজিএস জানায়, ফলে এতে হতাহত বা ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকটা কম রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া সংস্থা জানায়, ‘এ ভূমিকম্পের ঘটনায় এখন পর্যন্ত আমরা ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর পায়নি।’ উৎপত্তি কেন্দ্রের একেবারে দক্ষিণের কুপাং থেকে এএফপি’র এক প্রতিবেদক জানান, শক্তিশালী এ ভূমিকম্পের আঘাতে ঘরবাড়ি কেঁপে উঠলে সেখানের বাসিন্দারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যায়।

অবস্থানগত কারণে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় বারবার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ২০১৮ সালে সুলাওয়েসি দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্পে এবং এরফলে সৃষ্ট সুনামিতে ৪ হাজার ৩শ’র বেশি মানুষ প্রাণ হারায় বা নিখোঁজ হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫।

২০০৪ সালে সুমাত্রা উপকূলে রিখটার স্কেলে ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প এবং সৃষ্ট ভয়াবহ সুনামির ঘটনায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ২ লাখ ২০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এতে ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়। সূত্র: এএফপি

সূত্র- ইত্তেফাক

বিএনপি বাংলাদেশে ‘দুর্নীতির বিষবৃক্ষ’ রোপণ করে গেছে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিগত বিএনপি সরকার ‘দুর্নীতির বিষবৃক্ষ রোপণ’ করে গেছে এবং বাংলাদেশ এখন তার ফল ভোগ করছে।

তিনি বলেন, ‘বিএনপির কাছে ক্ষমতা হলো দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা

কামানোর উপায় এবং দেশ এখন তাদের পাঁচ বছরের দুঃশাসনকালে রোপণ করা বিষবৃক্ষের মূল্য দিচ্ছে।’

ভার্চুয়াল আলোচনায় সভাপতিত্বকালে প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার একের পর এক দুর্নীতি এবং এর সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করছে।

২০০৪ সালে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বর্বর গ্রেনেড হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার জন্য বিএনপি-জামায়াত জোটকে অভিযুক্ত করে তিনি বলেন, হত্যাকাণ্ড বিএনপির অভ্যাস।

তিনি বলেন, ‘(সত্যিকারেই) হত্যাকাণ্ড বিএনপির অভ্যাস, তারা দেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে না।’

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট রাজধানীতে একটি সন্ত্রাস বিরোধী শান্তি সমাবেশে ভয়াবহ বোমা হামলার ১৬তম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আজ সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনায় অংশ নেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আলোচনা সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. আবদুস সোবহান গোলাপ।

দলের অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা দলীয় কার্যালয়ে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা এবং ১৫ আগস্টের হত্যাযজ্ঞে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

২১ আগস্টের হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এবং মরহুম রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিণীসহ ২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৫০০ বেশি লোক আহত হয়েছেন। আহতদের অনেকেই সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অন্যান্য নেতারা কোনরকমে প্রাণে রক্ষা পান। বাসস

এখনো গ্রেনেডের দুঃসহ কষ্ট সয়ে যাচ্ছেন অনেকে

২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আহতরা ভালো নেই। অনেকে এখনো গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন। মানবেতর জীবন যাপন করছেন তারা। গ্রেনেডের স্প্লিন্টারে কেউ হারিয়েছেন চোখ, কারো গেছে চলার ক্ষমতা, কেউ হারিয়েছেন শ্রবণশক্তি। অনেকে প্যারালাইসড হয়ে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করছেন, অনেকের জীবনে এখন ক্র্যাচই চলাফেরার নিত্যসঙ্গী।

আবার কারো সারা জীবনের সঙ্গী হয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা। ১৬ বছর পরও গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের যন্ত্রণায় রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেন না তারা। সেদিনের পরে আহতদের অনেকেই আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি। কেউ কেউ শরীরে বহন করে চলেছেন শত শত স্প্লিন্টার।

ঐ গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার কথা জানান মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী ও জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নাসিমা ফেরদৌসী। তিনি বলেন, ‘পঙ্গুত্বের জীবন যে কী কষ্টের, কী যে ভয়াবহ, সে কথা পঙ্গু না হলে জানা যায় না। আমার সুন্দর জীবনটা হারিয়ে গেছে। জোড়াতালি দেওয়া হাত-পা নিয়ে বেঁচে আছি। মাথা, বুক, দুই পা, পেট—সর্বাঙ্গে বিঁধে আছে অসংখ্য ঘাতক স্প্লিন্টার। অনেকটা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেই চলছি।’

দলের অনেক সিনিয়র নেতাও গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে প্রতিদিন দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন, নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন দলের। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। তিনিও ২১শে আগস্ট ভয়াল গ্রেনেড হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। দেশ-বিদেশে চিকিত্সার পর এখনো সর্বাঙ্গে অসংখ্য ঘাতক স্প্লিন্টার বিঁধে রয়েছে। তিনি বলেন, ‘দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়েই আমার দিন কাটছে। অমাবস্যা ও শীতকাল এলে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়।’

বর্বরোচিত সেই গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হন আওয়ামী লীগের

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন। ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে এস এম কামাল হোসেন বলেন, এখনো ১০ থেকে ১২টি স্প্লিন্টার শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

১ হাজার ৮০০ স্প্লিন্টার দেহের মধ্যে নিয়ে বেঁচে আছেন মাহবুবা পারভীন। তিনি জানান, মাথার দুটি স্প্লিন্টার তাকে খুব জ্বালায়। সুঁইয়ের মতো হুল ফোটায়। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একবার নিজেই ব্লেড দিয়ে খুঁচিয়ে স্প্লিন্টার বের করার চেষ্টা করেছিলেন মাহবুবা। পরে জায়গাটায় ঘা হয়ে যায়। নিয়মিত ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। যন্ত্রণা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন হাসপাতালে ছোটেন। মাঝেমধ্যে তিনি পাগলের মতো চিত্কার করে আবোল-তাবোল বলেন।

আহতদের একজন বর্তমান ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান। কিডনি, অণ্ডকোষ, রক্তনালিসহ তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে এখনো ৫৮টি স্প্লিন্টার রয়েছে। শরীরে থাকা স্প্লিন্টারের যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সবকিছু ফেলে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। শুধু ওদেরই (গ্রেনেডের স্প্লিন্টার) সঙ্গে নিয়ে যাব।’ শারীরিকভাবে আহত হওয়ার পাশাপাশি মানসিক ট্রমা প্রসঙ্গে শেখ বজলুর রহমান বলেন, ‘সেই ভয়াল স্মৃতি আর মনে করতে চাই না।’

২১শে আগস্ট শেখ হাসিনা যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, সেই ট্রাকের পেছনে ছিলেন পুরান ঢাকার মাজেদ সরদার রোডের বাসিন্দা স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেত্রী রাশিদা আক্তার রুমা। গ্রেনেডের আঘাতে ১৮টি দাঁত পড়ে যায় তার। ডান পা পচতে পচতে হাড়ে লেগেছে। এখন পচতে শুরু করেছে বাম পা। গ্রেনেড হামলার পর মরার মতো পড়ে ছিলেন। মারাত্মক আহত রাশিদাকে যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাকে মৃত ভেবে কেউ একজন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছিলেন। রাশিদাকেও হামলার কয়েক দিনের মাথায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে রক্ত দিতে হয়েছিল ২০ ব্যাগ। পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে গিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে দেশে ফেরেন হুইলচেয়ারে।

গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন আসমা জেরিন ঝুমুও। গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিল্লুর রহমান, প্রবীণ নেতা আমির হোসেন আমু, প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক, প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম, প্রয়াত মোহাম্মদ হানিফ, ওবায়দুল কাদের, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, প্রয়াত সাহারা খাতুন, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, কাজী জাফর

উল্লাহ, পংকজ দেবনাথ, সাঈদ খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু, শাহিদা তারেক দিপ্তী, উম্মে রাজিয়া কাজল, আবুল হোসেন মোল্লা, মামুন মল্লিক, কাজী মোয়াজ্জেম হোসেইন, হামিদা খানম মনিসহ পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী।

সূত্র- ইত্তেফাক

আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত

আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো হল ঢাকার পাশে নবাবগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নওগাঁর সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল, দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুনামগঞ্জের ছাতক অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাবনার বেড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, বরিশালের চরমেঘা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মানিকগঞ্জের শিবালয় অর্থনৈতিক অঞ্চল।

চীন থেকে প্রত্যাহার হওয়া বিনিয়োগের পাশাপাশি অন্য দেশ থেকে বিনিয়োগ আনার বিষয়ে কী করণীয়, তা নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) সপ্তম গভর্নিং বোর্ডের সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ কী কী প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশ কী করতে পারে—এসব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউসকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় গভর্নিং বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় কমিটি গঠন ছাড়াও আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্টসহ কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল।

জানা গেছে, দেশের সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগকারীদের জমি ইজারা দেওয়ার পর সরকার নতুন একটি এসআরও জারি করে বলছে, জমির ইজারা মূল্যের ওপর এখন থেকে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট দিতে হবে ব্যবসায়ীদের। বৃহস্পতিবারের গভর্নিং বোর্ডের সভায় সংসদ সদস্য সেলিমা আহমাদ ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানান। সভায় তিনি বলেন, এমনতিই দেশে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। করোনা মহামারীর কারণে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ।

নতুন করে জমির ইজারা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসানো হলে ব্যবসায়ীদের খরচ বেড়ে যাবে। করোনার এই সময়ে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। এই ভ্যাট বসানোর যৌক্তিকতা এবং তা প্রত্যাহার করা যায় কি না এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউসকে প্রধান করে গঠিত কমিটিতে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

বৈঠক সূত্রে আরও জানা গেছে, করোনা মহামারী-পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য কী ধরনের প্রণোদনা দেওয়া যায়, তা নিয়ে বেজা থেকে একটি প্রণোদনা প্যাকেজের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে করপোরেট করের হার বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বেশি। যেমন—ভারতে করোনার সময়ে করপোরেট করের হার ২২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৭ শতাংশ করা হয়েছে। চীনে এখন করপোরেট করের হার ২৫ শতাংশ।

এ ছাড়া ভিয়েতনামে ২০ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ২০, যুক্তরাজ্যে ১৯, সিঙ্গাপুরে ১৭, যুক্তরাষ্ট্রে ২১, জাপানে ২৩, মালয়েশিয়ায় ২৪ এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ২৫ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে করপোরেট করের হার ৩০ শতাংশ থেকে শুরু করে ৩৫ শতাংশ। করোনা-পরবর্তী সময়ে করপোরেট করের হার কমিয়ে আনা যায় কি না, কমালে কী হতে পারে, বাংলাদেশ কিভাবে লাভবান হবে—এসব বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দ্রুত একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে নবগঠিত কমিটিকে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ আনতে হলে করপোরেট করের হার কমানোর বিকল্প নেই বলে মনে করে বেজা।

বেজা থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের বর্তমান আমদানিনীতিতে পুরনো শিল্প-কারখানা স্থানান্তর করার সুযোগ নেই। করোনার এই সময়ে বিদ্যমান আমদানিনীতি সংশোধন করে পুরনো শিল্প-কারখানা স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। সভায় বেজা থেকে আরো বলা হয়, অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদেশি বিনিয়োগ টানতে হলে পুরো ১০ বছরই

কর অবকাশ সুবিধা রাখতে হবে, যেটি এখন নেই।

সভায় মহেশখালী বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে ‘সোনাদিয়া ইকো-ট্যুরিজম পার্ক’ নামকরণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কিশোরগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, কর্ণফুলী ড্রাইডক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইস্ট-ওয়েস্ট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হোসেন্দী অর্থনৈতিক অঞ্চলকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো হল ঢাকার পাশে নবাবগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নওগাঁর সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল, দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুনামগঞ্জের ছাতক অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাবনার বেড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, বরিশালের চরমেঘা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মানিকগঞ্জের শিবালয় অর্থনৈতিক অঞ্চল।

অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মতো বিদেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠানও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রফতানিতে সমান নগদ সুবিধা পাবে বলে সভায় সিদ্ধান্ত হয়। আগে শুধু দেশীয় কোম্পানি এই সুবিধা পেত।

সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরকে মেরিন ড্রাইভের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মাছের ডিম খেলে ৭ উপকার

মাছ ও ভাত ভোজনপ্রিয় বাঙালির প্রিয় খাবার। মাছের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আমরা জানলেও এর ডিমের স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে অনেকেই জানি না।

মাছের ডিমে রয়েছে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা। এ বিষয়ে বারডেম

জেনারেল হাসপাতালের প্রধান পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার আলো যুগান্তরকে বলেন, ডিম যা ক্যাভিয়ার বা রো হিসেবে পরিচিত। এটি ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা ফিশ অয়েল সাপ্লিমেন্ট হিসেবে শরীরে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

তিনি বলেন, মাছের ডিমের এমন কিছু উপাদান ও পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা শরীরের অনেক সমস্যা দূর করে।

আসুন জেনে নিই মাছের ডিমের স্বাস্থ্য উপকারিতা-

১. মাছের ডিমে থাকা এক ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। গবেষকদের মতে, মাছ ও মাছের ডিমে থাকা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিসের লক্ষণগুলো কমায়।

২. মাছের ডিমে রয়েছে ভিটামিন এ, যা চোখ ভালো রাখে। এ ছাড়া এতে থাকা ডিএইচএ ও ইপিএ শিশুদের চোখের জ্যোতি বাড়ায় ও রেটিনার কার্যকারিতাকে উন্নত করে।

৩. মাছের ডিমে থাকা স্বাস্থ্যকর উপাদানগুলো রক্ত পরিষ্কার করে ও হিমোগ্লোবিন বাড়ায়, যা অ্যানিমিয়া থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে।

৪. মাছের ডিমে থাকা ভিটামিন-ডি হাড় শক্ত করে এবং দাঁত মজবুত করে ও ভালো রাখে।
৫. মাছের ডিম হার্টের রোগীদের জন্য উপকারী। এতে থাকা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন-ডি হার্টের অসুখ প্রতিরোধ করে।

৬. মাছের ডিমে থাকা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড দেহের ভেতরে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেয় ও প্রদাহ হ্রাস করে। ফলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়।

৭. মাছের ডিম শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

আপডেট: গাংনীতে চাকরি না পেয়ে টাকা ফেরতের দাবিতে অনশন

১৫ লক্ষ টাকা দিয়েও চাকরী পাননি গৃহবধু মৌমিতা খাতুন পলি। গাংনী পৌরসভায় সহকারি কর আদায়কারি পদে চাকরীর জন্য মেয়র আশরাফুল ইসলামের কাছে টাকা দেন তিনি। তিন বছর অস্থায়ীভাবে কাজ করানোর পরও তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য অনশনে বসেছেন ওই গৃহবধু।

বৃহষ্পতিবার সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন তিনি। পরে রাতে ওসির আশ্বস্তায় অনশন ভাঙেন পলি। তবে পৌর মেয়র জানান, চাকরীর জন্য নয়, জমি ক্রয়ের জন্য টাকা দিয়েছিলেন গৃহবধুর স্বামী।

গাংনী পৌর সভার শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিনের মেয়ে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন জানান, তিন বছর যাবৎ গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী হিসেবে অস্থায়ীভাবে চাকুরী করেছি। চাকুরি স্থায়ীকরণের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে ১৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়। উক্ত পদে চুড়ান্ত নিয়োগের জন্য ১৯/০৫/২০১৮ ইং তারিখে তৎকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত মেয়র নবীর উদ্দিনের স্বাক্ষরিত একটি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেন। কিন্তু ওই পদে পলিকে নিয়োগ না দিয়ে মেহেরপুরের একটি মেয়েকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

চাকরী না পাওয়ায় মেয়রকে দেয়া ১৫ লক্ষ টাকা ফেরত চাইলে তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। পলি অভিযোগ কেও আরো জানান, মেয়র আশরাফুলের হাতে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করার পর তিনি একটি মামলায় জেল হাজতে যান। পরে জেলগেটে দেখা করার পর তিনি তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মাহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা’র ব্যাংক হিসেবে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করি।

এ বিষয়ে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানান, আমি মৌমিতা খাতুন পলিকে চাকুরী দেওয়া বলে কোন টাকা গ্রহণ করিনি। তবে সে অস্থায়ীভাবে সহকারী কর আদায় কারী হিসেবে কিছুদিন পৌর সভায় কাজ করেছিল। তবে পৌরসভার কাছে তার কোন দেনা পাওনা নাই।

তিনি আরো বলেন, পলি যে টাকার বিষয়ে বলতে চাচ্ছে সেটা হলো তার স্বামী মোমিন শিশিরপাড়া গ্রামে আমার দেড় বিঘা জমি কেনার জন্য

তাদের প্রতিবেশি ও একজন জন-প্রতিনিধি টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাকে জানায়নি। অন্যেও মুখ থেকে শুনেছি তবে মৌমিতা খাতুন পৌর সভায় কাজ করতেন এবিষয়টি আমি জানি।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে অনশনকারিদের অভিযোগ সুরাহা করার আশ্বাস দেন এবং তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে পৌর মেয়রের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করবেন বলে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানান।

সেই সাথে এলাকাবাসীরাও তাদের অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ জানান। তবুও অনশন কারিরা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থায় রয়েছেন। টাকা না দিলে তারা অনশন ভঙ্গ করবেননা বলে জানান।

আলমডাঙ্গায় গাছের সাথে বেঁধে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিকে পৈশাচিক নির্যাতন, দুই আটক

পৌনে চার বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে অভিযোগ তুলে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিকে দিনের বেলায় গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ১২ আগস্ট বাড়ি ভর্তি প্রতিবেশীদের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে বেধড়ক পেটানো হয়। এরপর প্রতিবন্ধীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনেই গাছের সাথে বেঁধে তাকে আবারও পেটানো হয়। সবশেষে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয় আব্বাস উদ্দিনকে। ঘটনাটি ঘটে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া গ্রামে।

হঠাৎ করেই সপ্তাহবাদে গতকাল প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে পৈশাচিক সেই নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যায়। নজরে আসে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনেরও। তড়িঘড়ি করে মারপিঠ করা দুইজনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ বৃহস্পতিবারে তাদের বাড়ি থেকে

আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রতিবেশী সূত্রে জানা গেছে, ছত্রপাড়া গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল উদ্দিনের পৌনে চার বছরের মেয়ের পরনের প্যান্টে রক্তের দাঁগ দেখা যায় গত ১২ আগস্ট বিকেলের দিকে। মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা সন্দেহ করতে থাকে মেয়েটিকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারা সন্দেহ করে প্রতিবেশী বুদ্ধি প্রতিবন্ধি আব্বাস আলীকে।

এরপরই আব্বাস আলীকে বাড়ি থেকে টেনেহিচড়ে বের করে আনা হয়। মাটিতে ফেলে বেধড়ক পেটানো হয়। পিটানোতে অংশ নেয় হাফিজুর রহমানের ছেলে জামাল, মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে নাসির উদ্দিন ও মৃত মস্তক আলীর ছেলে মোমিন।

বেদম মারপিঠ ও আব্বাস আলীর মাগো মাগো চিৎকারে পাড়ার নারী-পুরুষ ও শিশুরা ঘটনাস্থলে এসে ভীড় করতে থাকে। সাপ খেলা দেখার মত গোল হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীকে মারপিঠ দেখতে থাকে। এই পৈশাচিক দৃশ্যপটে প্রতিবন্ধী আব্বাস আলীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও ছিল। কিন্ত তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। ক্ষমতার কাছে তারা ছিল পুরো অসহায়। প্রিয়জনের অমানুষিক নির্যতনের দৃশ্য দেখে ডুকরে কাঁদা ছাড়া তাদের কিছু করার ছিল না।

ভিডিওতে দেখা যায়, উঠোনের মত দেখতে একটি জায়গার চারদিকে নারী- পুরুষ ও শিশুরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের জায়গাটিতে জামাল, নাসির ও মোমিন বেধড়ক পেটাচ্ছে আব্বাস আলীকে। কখনও লাঠি দিয়ে আবার কখনও লাথি মেরে মারা হচ্ছে আব্বাস আলীকে। আব্বাস আলী অসহায়ের মত মাগো মাগো বলে চিৎকার করছে। কেউ এই মার থেকে আব্বাস আলীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসছে না। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মারপিঠ করার পর আব্বাস আলীর দুটো হাত পেছনের দিকে নিয়ে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। এরপর একটি গাছের সাথে বাঁধা হচ্ছে। গাছের সাথে বেঁধেও কিল-ঘুষি মারা হচ্ছে।

এ সময় নাসির ও মোমিন আব্বাস আলীকে মারতে থাকে। পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে জামাল মোবাইলে কারো সাথে কথা বলতে থাকে। এরপরই পুলিশ গিয়ে আব্বাস আলীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। তার নামে মামলাও হয়। সেই মামলায় প্রতিবন্ধী আব্বাস আলী এখনও জেলে রয়েছে।

তবে কয়েকজন প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধর্ষণের ঘটনাটা ঠিক নয়। মিথ্যাভাবে এটা সাজানো হয়েছে। কেন সাজানো হয়েছে জানতে চাইলে তারা বলেন, আব্বাস বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তবে তার

স্ত্রীর বুদ্ধি অনেক ভাল। আব্বাস বেশীরভাগ সময় স্ত্রীর সাথে সাথেই লেগে থাকে। প্রতিবেশী অনেকের কুমতলব থাকতে পারে। সেটা হাসিল করতে না পেরে আব্বাস আলীকে হয়ত মারপিঠের অজুহাত খোঁজা হচ্ছিল।

এদিকে, নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় অভিযুক্ত জামাল ও নাসিরকে আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা থানার এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ধর্ষণের অভিযোগে আব্বাস আলী জেলে রয়েছেন। আবার গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় আরও আলাদা একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় জামাল ও নাসিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন দুটি মামলাই চলবে।

দোকান মালিকের রাখা বালি গাদাই বাজারের ব্যবসায়ীরা ভোগান্তির শিকার

গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া বাজারের দোকান ঘরের মালিক রিজাল শাহ’র ছেলে সাইন এর রাখা বালির গাদাই চরম ভোগান্তির শিকার শাহাজান স্টোরের শাহাজান জানান ৪লক্ষ টাকা জামাত ও প্রতি মাসে ৪হাজার টাকা ভাড়া দিয়ে ব্যবসা করে আসছি।

কিন্ত দোকার মালিক নিজে দোকানের সামনে বালি গাদা দিয়ে রাখার কারণে ব্যবসায়ী ভাবে চরম ক্ষতির শিকার আমি। মুদি দোকানদার আব্দুল আজিজ জানান আমার দোকানের সাটার খোলার কায়দা নেই।

চায়ের দোকানদার মাসুদ জানান আমার চায়ের দোকানের পাশে বালির গাদা থাকার কারণে খরিদ্দার বসে না। কসমেটিক দোকান মালিক জামারুল জানান রিজাল শাহ ছেলে সাইন শাহ বালি রাখার কারণে দোকানের মালপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পশু চিকিৎসক লিয়াকত আলী জানান রাস্তার জায়গার উপর বালি রেখে আমাদের ব্যবসার বারোটা বাঁজিয়েছে।

কসমেটিক দোকান মালিক নিহাজ আলী জানান সরকারি জায়গায় বালি রেখে

দোকানদার কে ভোগান্তির মধ্য ফেলেছে। মুদি দোকান মালিক ইমাজদ্দীন জানান বালির কারণে আমি দোকানে বসে ব্যবসা করতে পারি না। কাপড়ের দোকান মালিক হাবিবুর জানান বালি নিয়ে আমরা বিপদের আছি বাঁশবাড়ীয় বাজারের কিছু দোকান মালিকরা।

বাঁশবাড়ীয়া বাজার পরিচালক পরিষদের সাধারণ সস্পাদক আব্দুল খালেক জানান বাজারের বিভিন্ন জায়গায় বালি রাখার কারণে দোকান মালিক ব্যবসায়ী ক্ষতির শিকার হয়। আমরা পৌর কর্তৃপক্ষ কে বিষয় টি জানালে তারা বালি ব্যবসায়ী সাইন কে নোটিশ করে কিন্ত কোন কাজ হয়নি। বাঁশবাড়ীয়া বাজার পরিচালক পরিষদের সভাপতি সামসুজ্জামান জানান পরিষদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউস্মিলর মিজানুর রহমান (মদন) জানান পৌরকর্তৃপক্ষ বালু ব্যবসায়ী সাইন শাহ কে নোটিশ দিয়ে জানিয়েছে বালু সরিয়ে না নিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।